বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/সিরাজগঞ্জ-৩৩/১২০

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪৩২ / ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : জনাব মো: তফিজ উদ্দিন সরকার এর ০৭.০৯.২০২৫ইং তারিখের আবেদন;

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োগ বাণিজ্য, অর্থ লুটপাট, মাদ্রাসার নিজস্ব মার্কেটের ভাড়া আত্মসাৎ ও মাদ্রাসার ফসলী জমি ব্যক্তিগতভাবে ভোগদখল করছেন মর্মে এলাকাবাসীর পক্ষে জনাব মো: তফিজ উদ্দিন সরকার একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

১১.৯.২৫

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

১১/৯/২৫

নং-বামাশিবো/প্রশা/সিরাজগঞ্জ-৩৩/১২০/১

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪৩২ / ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা;
২. জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ;
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, সিরাজগঞ্জ;
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ;
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ;
৬. সভাপতি, পরিচালনা কমিটি, গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ;
৭. জনাব মো: তফিজ উদ্দিন সরকার (অভিযোগকারী), উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ;
৮. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৯. অফিস কপি।

১১.০৯.২৫

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

১১/৯/২৫

D:\Vasim Desktop\অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন জসীম.doc

128628

বরাবর
চেয়ারম্যান সাহেব
মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

বিষয় ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখেল মাদ্রাসায় বিগত দিনের দৃশ্যমান দূর্নীতির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহনের দাবী প্রসঙ্গে।

মহাত্মন,
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা উক্ত এলাকার সাধারণ জনগন। উক্ত মাদ্রাসাটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োগ বাণিজ্য, অর্থ লুটপাট, মাদ্রাসার নিজস্ব মার্কেটের ভাড়া আত্বসাৎ তথা মাদ্রাসার নিজস্ব কয়েক বিঘা ফসলী জমির ভোগদখল ইত্যাদি বিষয়ে বিগত ১৬/১৮ বছর যাবৎ কোন প্রকার হিসাব দেওয়া হয় নাই। কেননা ওরা ফ্যাসিস্ট সরকারের দলীয় সমর্থক ছিল। বর্তমান এডহোক কমিটি প্রতিষ্ঠানটি আল্লাহকে ভয় করে পরিচালনা করার নিমিত্তে সাধারন সভা ডাকা হলে মাত্র ১,২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকার মতো মাদ্রাসায় বর্তমান ক্যাশে আছে বলে আমরা জেনেছি। অথচ শুধু মাদ্রাসার নিজস্ব মার্কেট থেকেই প্রতি মাসে ভাড়া বাবদ ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা যা প্রায় দুই যুগ ধরে আদায় করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে গত কমিটির সভাপতি জাফর ইকবালের নামে পত্রিকাতে তার দূর্নীতির ঘটনা ছাপা হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু কথা বলার, ন্যায় বিষয়ে প্রাপ্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে আপনাকে বিষয়টি অবগত করছি। বিষয়টিকে আমরা সততা, নিষ্ঠা ও গভীর আন্তরিকতার দায়িত্ববোধ থেকে একজন সৎ, সাহসী, নির্ভীক তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করার জোড় দাবী জানাচ্ছি। বিশেষ করে বিগত দিনের সুপার ওয়ারেছ সাহেব থেকে শুরু করে বর্তমান সুপারের পূর্ব পর্যন্ত হিসাবটি নিলেই আবেদনের যথার্থ সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

বিধায় হুজুরের নিকট আকুল আবেদন এই যে, এই ব্যপারে আপনার প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এবং সহযোগীতা কামনা করছি।

সংযুক্তিঃ
১। পত্রিকায় প্রকাশিত দূর্নীতির তথ্য।

নিবেদক
মো: তফিজ সরকার (টবু)
এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে
মোঃ তফিজ উদ্দিন সরকার (টবু)
মোবাইল নং- ০১৮৮০০০২৯৫৪

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) এর দপ্তর
ডাইরি নং-
তারিখ-
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
✓ সেকশন অফিসার (সংস্থাপন)
ডি/এ কমিটি
ডি/এ সংস্থাপন
০৭.১১.২৫
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)

দৈনিক

কলম সৈনিক

প্রকাশনার ৩৬ বছর

বুধবার ✤ ১৮ জুন-২০২৫ ✤ সিরাজগঞ্জ ✤ ০৪ আষাঢ়-১৪৩২ বাংলা ✤ ২১ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি ✤ রেজি নং রাজ ৩৩১ ✤ বর্ষ ৩৬ ✤ সংখ্যা ১২৩ | ৪ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ টাকা

আয়নুল, ওয়ারেছ, জাফর ইকবাল ও নজরুলের বিরুদ্ধে

উল্লাপাড়ার গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসার লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

অশোক ব্যানার্জী:

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা এলাকায় খুব পরিচিত ও সবার পছন্দের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে এলাকার মানুষ নিজেদের অন্তরের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু দুর্নীতিবাজ ও দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়ে উন্নয়ন বঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বসেছে এই মাদ্রাসা।

গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা যেন টাকা আত্মসাতের আখড়া। যে যখন সুপার ও সভাপতি হয়েছেন মাদ্রাসার আবরণে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বিশেষ করে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৬ বছরে মাদ্রাসায় নিয়োগ বাণিজ্য, মার্কেটের জামানত ও ভাড়া বাবদ ও মাদ্রাসার জমি কট দিয়ে লাখ লাখ টাকা গ্রহণ ও আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসার সাবেক সুপার মোঃ ওয়ারেছ আলী, বর্তমান সুপার মোঃ নজরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আয়নুল হক ও সাবেক সভাপতি আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিনায়কপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ জাফর ইকবালের বিরুদ্ধে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও মাদ্রাসার আত্মসাৎ করা টাকা মাদ্রাসার ফান্ডে ফেরত আনার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। সূত্র থেকে জানা যায়, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের অন্তর্গত গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা। মাদ্রাসার আয়ের উৎসের মধ্যে রয়েছে ৭ বিঘা ধানী জমি, গয়হাট্টা বাজারে মাদ্রাসার নামে সাড়ে দশ শতক জমিতে ২০ কক্ষ বিশিষ্ট বিপণী মার্কেট ও মার্কেটের দোকান মালিকদের জামানত এবং ভাড়া বাবদ পাওয়া টাকা। কিন্তু দিনে দিনে কোন হিসাব নিকাশ না দিয়ে প্রভাব ও ক্ষমতা দেখিয়ে মাদ্রাসার লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। মাদ্রাসার সাবেক সুপার মোঃ ওয়ারেছ আলী। তিনি বর্তমানে অবসরে গিয়েছেন। এই সময়ে দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন গয়হাট্টা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি আয়নুল হক ও আরেকজন সাবেক সভাপতি মোঃ জাফর ইকবাল। তারা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ক্ষমতা দেখিয়ে বর্তমান সুপার মোঃ নজরুল ইসলামকে নিয়োগ দিয়ে ৭ লাখ, তারা পরে নিয়োগ দিয়ে ৮ লাখ এবং পিয়ন পদে নিয়োগ দিয়ে ৭ লাখ টাকা নিয়োগ বাণিজ্য করেন। এছাড়া মাদ্রাসার নিজস্ব জায়গায় রয়েছে বিপণী মার্কেট। মার্কেটের ২০টি ঘর ভাড়া দেয়া হয়। দোকান ভাড়ার জামানত বাবদ প্রায় ১৮ লাখ টাকা ও মাদ্রাসার আবাদী ৭ বিঘা জমি কট দিয়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকা পর্যায়ক্রমে যোগসাজশ করে সাবেক সভাপতি মোঃ আয়নুল হক ও সাবেক সুপার মোঃ ওয়ারেছ আলী ও আরেকজন সাবেক সভাপতি মোঃ জাফর ইকবাল (জাফর ইকবাল দুই বছর সভাপতি ছিলেন) মাদ্রাসার ফান্ডে টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সাবেক সুপার মোঃ ওয়ারেছ আলী অবসরে গেলে বর্তমান সুপার মোঃ নজরুল ইসলাম ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সুপার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সুপার হিসেবে নিয়োগের জন্য ৭ লাখ টাকা দিয়েছেন আরেকজন সাবেক সভাপতি জাফর ইকবালকে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে মামলা হওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা আয়নুল হক আত্মগোপনে রয়েছেন। ৫ আগস্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরে মাদ্রাসার বর্তমান সুপার মোঃ নজরুল ইসলাম নতুন করে মার্কেটের দোকান বরাদ্দ দেন। জানা গেছে, অ্যাডহক কমিটি হওয়ার জন্য মাদ্রাসার ফান্ডে মাত্র ৩০ হাজার টাকা জমা হয়েছে। বিগত ১৭ বছরের টাকার কোন হিসাব নেই। খাতে কোন টাকাও নেই। মাদ্রাসার কোন উন্নয়নও করা হয়নি। দোকান বরাদ্দের জামানত ও ভাড়া বাবদ কয়েক লাখ টাকা নয়-ছয় করা হয়েছে।

টাকা লুটপাটের সহায়ক আখড়া করা সাবেক সভাপতি আয়নুল হক পলাতক হলে বর্তমান সুপার দুর্নীতি নিয়ে মানুষের সাথে যোগসাজশ করে বিভিন্ন একই ধরনের টাকা আত্মসাৎ করছেন। অর্থাৎ গয়হাট্টা বার আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা যেন দুর্নীতি, অনিয়ম ও টাকা লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যে যেমন পেরেছেন এবং পারছেন তাদের সুবিধা মতো টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ছিল না কোন জবাবদিহিতা। ছিল না কর্তৃপক্ষের নজরদারী।

দীর্ঘদিন থেকেই মাদ্রাসার টাকা বিভিন্ন জনের নামে আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। মাদ্রাসার লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের বিষয়টি এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মার্কেটে দোকান বরাদ্দ নেয়া নূরুল ইলেকট্রিক দোকানের মালিক নূরুল ইসলাম বলেন, আমি ৫ মাস হয় দোকান বরাদ্দ নিয়েছি। বর্তমান সুপার নজরুল ইসলামকে ৭৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি দোকান বরাদ্দ বাবদ জামানত নেয়া হয় এক লাখ ৩০ হাজার টাকা। মার্কেটে দোকান বরাদ্দ নেয়া গয়হাট্টা পোল্ট্রি ফিড দোকানের মালিক মোঃ সেলিম রেজা বলেন, আমি ৫ মাস হয় দোকান বরাদ্দ নিয়েছি। এক দোকান বরাদ্দ বাবদ বর্তমান সুপার নজরুল ইসলামকে এক লাখ ৮০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার পতনের পরে জামানত নিয়ে মার্কেটের দোকান আবার নতুন করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, আবার ভাড়া চালু আছে। তা হলে মাদ্রাসার অ্যাকাউন্টে মাত্র ৩০ হাজার টাকা জমা হয়েছে কেন? এই বিষয়ে মাদ্রাসার বর্তমান সুপার নজরুল ইসলাম বলেন, এই বিষয়ে আমি কোন কথা বলবো না।

এ বিষয়ে মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আয়নুল হক বলেন, দোকান বরাদ্দ বাবদ যে টাকা নেয়া হয়েছিল তা দোকান নির্মাণ করতেই শেষ হয়ে গেছে। এছাড়া অন্যান্য টাকা দিয়ে মাদ্রাসার উন্নয়ন করা হয়েছে। কোথায় এবং কি উন্নয়ন করেছেন, কত টাকার উন্নয়ন করেছেন সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট করে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

মাদ্রাসার সাবেক সুপার মোঃ ওয়ারেছ আলী পবিত্র হজ্জব্রত পালন করতে দেশের বাইরে থাকায় তার কোন বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

মাদ্রাসার আরেকজন সাবেক সভাপতি ও বিনায়কপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক আওয়ামী লীগ সমর্থিত মোঃ জাফর ইকবাল বলেন, বর্তমান সুপার নজরুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়ার সময় তিনি ৭ লাখ টাকা দেননি। টাকা কম দিয়েছেন। কত কম দিয়েছেন তা তিনি বলেননি। তিনি আরও বলেন, অভিভাবক সদস্য ছিলাম। এলাকার মানুষের অনুরোধে দুই বছর সভাপতি ছিলাম। তবে টাকা পয়সার কোন হিসাব আমি জানি না। টাকা পয়সার কোন হিসাব আমার কাছে ছিল না। তবে তিনি বলেন, কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে গেলে কি হয়, তা সবাই জানে। পাঁচ-সাত লাখ টাকা অলিখিতভাবে খরচ হয়ে যায়। তিনি কোন রাজনীতির সাথে জড়িত না বলে দাবি করেন। আমরা চাকরি করি। আওয়ামী সরকার থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক সরকারের সময় রাজনৈতিক দলের সমর্থিত ও পছন্দের ব্যক্তিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়ে থাকেন, আমি তাদের সাথে সম্পৃক্ত না। তাহলে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কেন আপনাকে সভাপতি করেছিলেন, তিনি এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।